ধাক্কা প্রত্যাহার করা হইয়াছে। গণশিক্ষা পরিদফতরের একজন উপ-পরিচালকই এখন রেজিস্ট্রেশন দিতে পারিবেন। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট এরশাদের সরকার সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদের অঙ্গীকার সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলনে নিরলস কাজ করিয়া যাইতেছেন।

সিদ্ধান্ত প্রস্তাব ২টি হইল: স্বতন্ত্র সদস্য মিয়া আব্বাস উদ্দিনের '৮ম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু'। ইহার সমর্থনে বক্তৃতা করেন কপের নূরে আলম জিকু ও আতাউর রহমান। দ্বিতীয়টি স্বতন্ত্র নূরুল ইসলাম মনির '১৯৯০ সাল হইতে ৬ হইতে ১০ বছর বয়স্ক সকল বালক-বালিকাকে বাধ্যতামূলকভাবে অবৈতনিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা।' ইহার সমর্থনে বক্তৃতা করেন কপের আবদুল হামিদ তালুকদার, মোখতার আহমদ ... (তর)

৫ম শ্রেণী পর্যন্ত

ব্যবহারের অযোগ্য থাকে। ১৯৭২ সালে শিক্ষাখাতে ব্যয় ছিল জাতীয় আয়ের শতকরা ২৪ ভাগ। বর্তমান সরকার ইহা বাড়াইয়াছেন বলিয়া দাবী করিলেও টাকার মূল্যমান অনুযায়ী শতকরা হার কমিয়াছে। পক্ষান্তরে, ১৯৭২ সনে সামরিক খাতে ব্যয় ছিল শতকরা ৭৮ ভাগ, এখন ৪০০ ভাগ। অন্যদিকে রহিয়াছে বৈষম্যমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা। একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেখানে একজন ছাত্র-ছাত্রীর পিছনে সরকারের ব্যয় বছরে ১৮ টাকা, সেখানে ক্যাডেট কলেজে বছরে ২২ হাজার টাকা। তাই দেশের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলনের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার। জবাবে শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম বলেন, অনেক সময় চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু আমরা এখনও শিক্ষাক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি সাধন করিতে পারি নাই। তবে